অবশেষে সরানো হল ধর্তিমোহনকে

পূর্ণেন্দু সরকার ● জলপাইগুড়ি

১৪ নভেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পদ থেকে ধর্তিমোহন রায়কে অপসারণ করার সরকারি নির্দেশ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের কাছে এসে পৌঁছেছে। এদিন বিকেলে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিবের তরফে নির্দেশিকাটি জেলাশাসকের দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ধর্তিমোহনবাবুকে সরিয়ে ওই পদে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) মৃন্ময় ঘোষকে অস্থায়ীভাবে বসানো হয়েছে বলে জেলাশাসক রচনা ভগত জানিয়েছেন। যদিও সরকারি নির্দেশিকা পাঠানোর সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি নির্মল সরকার।

ধর্তিমোহন রায়

জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রি–ম্যাট্রিক স্কলারশিপের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংসদের চেয়ারম্যান হিসেবে গত ১৫ সেপ্টেম্বর এক নির্দেশিকা জারি করেছিলেন ধর্তিমোহনবাবু। সেই নির্দেশিকা অনুসারে ১৯ সেপ্টেম্বর এবং দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে অর্থাৎ ২৫–৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন ধর্তিমোহনবাবু। এই নির্দেশিকা নিয়ে জেলার শিক্ষক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিষয়টি কানে যায় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর রাতেই নিজের জারি করা সেই নির্দেশ সংশোধন করে শুধু ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার স্কুল খোলা রাখার নতুন নির্দেশ দেন ধর্তিমোহনবাবু। কিন্তু ততক্ষণে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দেন যে, ধর্তিমোহনবাবুকে সংসদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

তবে সরকারিভাবে অপসারণের নির্দেশ এতদিন পর জেলায় এসে পৌঁছাল। তবে সেই ঘটনার দুই মাসের মাথায় এদিন ধর্তিমোহনবাবুকে অপসারণের সরকারি নির্দেশ ইমেল করে জেলাশাসক, সাংসদ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে পাঠানো হয়েছে। তবে ধর্তিমোহনবাবু অন্যান্য দিনের মতো এদিনও সন্ধ্যায় সংসদ অফিসের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফেরেন।

জেলাশাসক জানিয়েছেন, কী কারণে চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে নির্দেশিকায় কিছু বলা হয়নি। ধর্তিমোহনবাবু বলেন, 'এখনই কিছু বলছি না। দুই–তিনদিন পর প্রতিক্রিয়া জানাব।'

ওড়িশার দাবি নাকচ, রসগোল্লা বাংলারই

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ কাকতালীয় ছাড়া আর কীই বা বলা যায় একে! রসগোল্লার উৎস নিয়ে ওড়িশার সঙ্গে দু–বছরের যুদ্ধে অবশেষে 'মিষ্টি' জয় পেল পশ্চিমবঙ্গ। আজ চেন্নাইয়ের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন রেজিস্ট্রি দপ্তর এক রায়ে জানিয়ে দিয়েছে, রসগোল্লার জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গ। এব্যাপারে ওড়িশার তরফে যে দাবিটি তোলা হয়েছিল সেটি নাকচ করে দিয়েছে জিআই কর্তৃপক্ষ। কলকাতার ডেপুটি কনট্রোলার অফ পেটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানান, রসগোল্লার জন্মস্থল যে পশ্চিমবঙ্গ সেটা জিআই কর্তৃপক্ষ তাদের রায়ে জানিয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে মঙ্গলবার ছিল বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। কিন্তু রসগোল্লা যুদ্ধে জয়ের খবর পেতেই বাংলার আপামর মিষ্টিপ্রেমী জনতা উচ্ছ্বসিত। নবীন পট্টনায়েকের ওড়িশার সঙ্গে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু লড়াইয়ে জেতার পর খুশি রাজ্য সরকারও। লন্ডন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইট, 'আমাদের সবার জন্য মিষ্টি খবর। রসগোল্লার জন্য বাংলা জিআই তকমা পাওয়ায় আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত।' প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে বর্ধমানে সীতাভোগ এবং মিহিদানা জিআই স্বীকৃতি লাভ করে। এই তালিকায় আগেই নাম ঢুকেছে ভুবনভোলানো জয়নগরের মোয়ারও।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রসগোল্লা নিয়ে ওড়িশা অকারণে বিতর্ক করছিল। এই যুদ্ধে অবশেষে বাংলা জয়ী হওয়ায় আমরা খুশি। রসগোল্লাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।' খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লার মন্তব্য, 'দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে লড়াইয়ের পর অবশেষে এই জয় এসেছে। আজ আমি খুব খুশি এবং হালকা লাগছে।' পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সহাস্য মন্তব্য, 'রসগোল্লা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করতে পারেনি।' বাগবাজারে রসগোল্লার হাঁড়ি হাতে একটি মিছিলও বেরোয়।

যাঁকে 'রসগোল্লার কলম্বাস' বলা হয় সেই নবীন ময়রার বর্তমান উত্তরসূরি ধীমান দাশ বলেন, 'রসগোল্লা নিয়ে বাংলার দাবি জয় পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত খুশি। ওড়িশার সঙ্গে অত্যন্ত তিক্ত লড়াই শুরু হয়েছিল। রসগোল্লার আঁতুড়ঘর যে বাংলাই সেই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা একাধিক নথি প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছিলাম।

তাঁদের এই লড়াইয়ে পাশে থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদও জানান প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান কে সি দাশের এই এগ্‌জিকিউটিভ ডিরেক্টর।' তিনি জানান, '২০১৫ সালে ওড়িশা যখন রসগোল্লার জিআই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য মাঠে নামে তখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আধিকারিকদের পালটা তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেন। উনবিংশ শতাব্দীতে নবীনচন্দ্র দাশের হাত ধরেই যে রসগোল্লার জন্ম সেই দাবি সংক্রান্ত একাধিক ঐতিহাসিক নথি এবং তথ্য আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাজ্য সরকার। এই লড়াইয়ের জন্য যে খরচ হয়েছে তার পুরোটাই রাজ্য সরকার বহন করেছে।' আরও এক প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান বলরাম মল্লিকের কর্ণধার সুদীপ মল্লিকের বক্তব্য, 'রসগোল্লা আর বাঙালি যে সমার্থক সেটা আজ প্রমাণ হয়ে গেল।'

ছানার তৈরি এই নরম গোলাকার মিষ্টান্নটির জিওগ্রাফিক ইন্ডিকেশন বা জিআই তকমা নিয়ে গত দু–বছর ধরে রীতিমতো 'ঠান্ডা যুদ্ধ' চলছে পূর্ব ভারতের এই দুই রাজ্যের মধ্যে। ক্রমশ এই ঠান্ডা যুদ্ধ আইনি যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। দুই রাজ্যই নিজেদের ইতিহাস ঘেঁটে, বিস্তর গবেষণার পর দাবি করেছে, রসগোল্লা তাদেরই। পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক নবীনচন্দ্র দাশের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে রসগোল্লার। রাজ্যের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী এবং খাদ্য গবেষকরা এই যুক্তির তরফে একাধিক, প্রমাণ হাজির করেছেন। অপরদিকে ওড়িশার বক্তব্য, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দীর্ঘ ৬০০ বছর ধরে 'ক্ষীরমোহন' ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়। এই ক্ষীরমোহনই রসগোল্লার আদিরূপ বলে দাবি করেছেন ওড়িশার ইতিহাসবিদরা। পহলাগ্রামে তৈরি 'পহলা রসগোল্লা' সেই ক্ষীরমোহনের বর্তমান সংস্করণ বলে জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও এই যুক্তির বিরোধিতা করেছেন বাংলার খাদ্য গবেষকরা। তাঁদের বক্তব্য, ভারতে প্রথম দুধ কাটিয়ে ছানা তৈরির কৌশল শেখায় পোর্তুগিজরা। পোর্তুগিজদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে।

এছাড়া আরও একটি যুক্তি শানিয়েছেন বাংলার ইতিহাসবিদরা। তাঁরা জানান, বাংলা বাদে ভারতের আর কোনো রাজ্যে ছানার তৈরি মিষ্টি ভগবানের প্রতি নিবেদন করা হয় না। কারণ, হিন্দুদের একাংশের মতে, দুধ থেকে ছানা তৈরি হলে সেই দুধকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। তাই পুরীর মন্দিরে ভোগ হিসেবে ব্যবহৃত ক্ষীরমোহনের সঙ্গে বাংলায় তৈরি সাদা ছানার রসগোল্লা এক জিনিস নয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসবিদরা। এদিকে, রসগোল্লা জিআই স্বীকৃতি পেতেই পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রসিদ্ধ মিষ্টিগুলির জন্যও অনুরূপ দাবি উঠতে শুরু করেছে। চন্দননগরের সূর্য মোদকের জলভরা সন্দেশ, জনাইয়ের মনোহরা সন্দেশ, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, কাটোয়ার ক্ষীরের পান্তুয়া, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়ার জন্যও এবার জিআই স্বীকৃতির দাবি উঠছে। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব আবার উত্তরবঙ্গের রসকদম্ব, ক্ষিরের শিঙাড়া, ছানার পান্তুয়া, চমচমের বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা তুলে ধরেন। তবে যুক্তি, দাবি, লড়াই যতই থাক না কেন, বাঙালি যে মিষ্টিপ্রেমী জাতি সেটা রসগোল্লার যুদ্ধ জয়ে আবারও প্রমাণ হয়ে গেল।

মেডিকেলের উৎসবে অসৌজন্যের রাজনীতির অভিযোগ

অতিথি তালিকায় নাম নেই বিরোধী নেতাদের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উৎসবের। ফের নতুন করে সামনে উঠে এল 'আমরা–ওরা' বিভাজন। এবার বিতর্ক শুরু হয়েছে উৎসবের আমন্ত্রণলিপি নিয়ে। আমন্ত্রণলিপিতে দেওয়া অতিথি তালিকায় শাসকদলের সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়কদের নাম থাকলেও সেখানে ঠাঁই হয়নি বিরোধী দলের সভাধিপতি থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়কের। এমনকি মঙ্গলবার পর্যন্ত তাঁদের আমন্ত্রণও জানানো হয়নি। এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। কেউ তুলেছেন সৌজন্যতার প্রশ্ন, কেউ বা গন্ধ পাচ্ছেন রাজনীতির। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তথা উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান সমীর ঘোষরায়কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, 'এখনও আমন্ত্রণপত্র বিলির কাজ শেষ হয়নি।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ১৮ নভেম্বর। পাঁচ দশক পার করে চলতি সপ্তাহেই মেডিকেল কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি। এই উপলক্ষ্যে চারদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। মূল অনুষ্ঠানটি হবে আগামী শনিবার। ওইদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সুবীর মজুমদার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নির্মল মাঝির। এছাড়া অতিথি তালিকায় পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, রাজ্যসভার সাংসদ শান্তা ছেত্রী ও আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক তথা এসজেডিএ–র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর নাম রয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে মেডিকেল কলেজটি দার্জিলিং জেলায় হলেও অতিথিদের তালিকায় নাম নেই স্থানীয় সাংসদ তথা বিজেপি নেতা সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার, স্থানীয় বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা শংকর মালাকারের এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তথা সিপিএম নেতা তাপস সরকারের। এমনকি শনিবার অনুষ্ঠান হলেও মঙ্গলবার পর্যন্ত তাঁরা কেউ

আমন্ত্রণপত্র পাননি বলে জানিয়েছেন।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ বলেন, 'উৎসবটি যদি কারও পৈর্তৃক অর্থ খরচ করে হত তবে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু উৎসব হচ্ছে জনগণের অর্থ খরচ করে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারও অর্থ বরাদ্দ করে। ফের এই ঘটনায় স্পষ্ট হল গণতন্ত্র বিরোধী সরকার চলছে এই রাজ্যে। মেডিকেল কলেজেও কায়েম হয়েছে একনায়কতন্ত্র। এর শেষ পরিণতি কী, কেউ জানে না।' তাপসবাবু বলেন, 'এটা নতুন কিছু নয়। অতীতেও এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে। বর্তমান শাসকদলের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সৌজন্যবোধ আশা করি না।' শংকরবাবু বলেন, 'বর্তমান শাসকদল গণতন্ত্রের ধার ধারে না। বিরোধীদের অসম্মান, তাচ্ছিল্য করাটাই তাদের কাছে দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসকদলের এই আচরণ একদিন তাদের পক্ষে ব্যুমরাং হবে।'

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, উৎসবের আঙিনায় অসৌজন্যের রাজনীতি টেনে না আনলেই ভালো হত। বিষয়টি নিয়ে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, তা বুঝতে পেরেছেন কলেজের অধ্যক্ষ সমীর ঘোষরায়। স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদদের আমন্ত্রণ করা হবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে সমীরবাবুর উত্তর, 'এখনও আমন্ত্রণপত্র বিলির কাজ শেষ হয়নি।' অতিথি তালিকায় কেন নেই বিরোধী দলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নাম ? সেই প্রশ্নের অবশ্য কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলাতে সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলাকে সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচের আওতায় আনতে ১২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। দার্জিলিং পাহাড় ও কালিম্পং বাদে বাকি সব এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচের যাবতীয় কাজ হবে জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে। এ ব্যাপারে ১৫ নভেম্বর শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বৈঠক হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই কাজে প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য অর্থ দপ্তরকে পাঠিয়েছিল। অর্থ দপ্তর তারপর ১২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচের কাজে জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অভিজ্ঞতা থাকায় ওই দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ওই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। মন্ত্রী জানান, কোচবিহার সহ বেশকিছু এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচ চালু করে ওই দপ্তর সফলও হয়েছে। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলায় এমন প্রকল্প নেওয়ার ভাবনা রাজ্য সরকারের। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই যাতে এই কাজে ১২৮ কোটি টাকা খরচ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী জানান, প্রতিটি ইউনিটের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা করে খরচ হবে। নিখরচায় এই সেচের সুবিধা দেওয়া হবে। এজন্য উঁচু জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এরই পাশাপাশি বর্ষার সময় কৃষকরা সৌরবিদ্যুৎ পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনকে বিক্রিও করতে পারবে। শুধু সেচের কাজে নয়, সৌরবিদ্যুৎ বাড়িতেও ব্যবহার করা যাবে।

'বাবা, ছেলে আলাদা কেন'

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর ঃ 'বাবা ও ছেলে আলাদা কেন থাকবেন। তিনি এলে আমরা দলে নিয়ে নেব।' মুকুল রায়ের ছেলে শুভ্রাংশু রায় বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে মঙ্গলবার কোচবিহারে দলের জেলা কার্যালয়ে এমনই জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রাজ্য সভাপতির এ ধরনের ইঙ্গিতে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে। মুকুল রায় বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সম্প্রতি কলকাতায় তৃণমূলের একটি সভা ছিল। সেখানে মুকুল–পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে তিনি যাননি।

ধুলো জমছে টাকায়

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ ইন্দিরা বিকাশপত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১৬ বছর আগে। অথচ ভারতীয় ডাকঘরের একদা জনপ্রিয় এই স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে এখনও দাবিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৮০০ কোটিরও বেশি টাকা। গুরুগ্রামের বাসিন্দা অসীম তাকিয়ার তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন করে জানতে পেরেছেন, গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই দাবিহীন টাকার অঙ্কটা ছিল ৮৮৪ কোটি ৭৫ লক্ষ। ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষের শুরুতে ডাক দপ্তর তাদের ব্যালেন্স শিটে জানিয়েছিল, দাবিহীন টাকার পরিমাণ ৮৮৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু মার্চের শেষে দেখা গিয়েছে, দাবিহীন টাকার অঙ্ক কমে দাঁড়িয়েছে ৮৮৪ কোটি ৭৫ লক্ষে। তাজ্জবের ঘটনা হল, এই ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা কোথায় গেল, তার কোনো হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না।

ডবল লাইনের কাজ খতিয়ে দেখতে আসছেন জিএম

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশনে ডিআরএম অফিসে নিরাপত্তা বিষয়ক অডিট টিমের সঙ্গে বৈঠক করলেন আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার চন্দ্রবীর রমণ। সোম ও মঙ্গলবার ডিভিশনের বিভিন্ন রেলস্টেশন পরিদর্শন করে অডিট টিম। বৈঠকের পর চন্দ্রবীর রমণ বলেন, নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা। তিনি আরও বলেন, ঘোকসাডাঙ্গা থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ডবল লাইনের কাজ খতিয়ে দেখতে আসছেন উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (কনস্ট্রাকশন) আর আর প্রসাদ। বৃহস্পতিবার তিনি ঘোকসাডাঙ্গা থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত কাজ খতিয়ে দেখবেন। চন্দ্রবীর রমণ বলেন, ২০১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই ডবল লাইনের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

কোচবিহারের রাসমেলায় হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধা মৃত

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর ঃ রাসমেলা থেকে উধাও হয়ে যাওয়া শিলিগুড়ির বৃদ্ধা বীণা দাস (৭৫) মারা গিয়েছেন। গত শনিবার রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ময়নাতদন্তের পর তাঁর দেহ মর্গেই রাখা ছিল। মঙ্গলবার পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁর দেহ শনাক্ত করেছেন পরিবারের সদস্যরা। তবে বীণাদেবীর মৃত্যুর জন্য পুলিশের গাফিলতিকে দায়ী করেছে তাঁর পরিবার। অভিযোগ, পুলিশ ওই বৃদ্ধাকে পাওয়ার পর থানায় না নিয়ে গিয়ে স্টেশনে ছেড়ে দিয়েছিল। পরে পেস্টারঝাড় এলাকার এক স্কুল থেকে ওই বৃদ্ধাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জেলা হাসপাতালে আনা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। বাণীদেবীর নাতি টিটু দাস বলেন, তাঁর ঠাকুমা হারিয়ে যাওয়ার পর পান্থবাস এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানের বাসিন্দারা তাঁর ঠাকুমাকে পুলিশের গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন। তবে পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায়নি। অথচ থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করা হয়েছিল। পুলিশ ঠাকুমাকে নিউ কোচবিহার এলাকায় ছেড়ে দেয়। পরে সেখান থেকে তাঁর ঠাকুমা বেরিয়ে পেস্টারঝাড় এলাকায় চলে যান। পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষী পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি করেছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তৃণমূল নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে হুমকি দিলীপের

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেস এখানে যা করছে, তাতে দিল্লিতে তাদের সাংসদদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারছে না বিজেপি। মঙ্গলবার কোচবিহারে দলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই কথা বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, তৃণমূল এখানে যেভাবে বিজেপি কর্মীদের উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে, অত্যাচার করছে, তাতে তৃণমূল যেন ভুলে না যায় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দেশের সমস্ত জায়গায় বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। সুতরাং রাজ্যের বাইরে গেলে তারা কী করবেন? দিল্লিতে গেলে কি সাংসদরা ফিরে আসতে পারবেন? তৃণমূল বিধায়কদেরও হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, 'কোচবিহারের বিধায়কদের আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি কলকাতায়।' এদিন বিজেপির কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে দিলীপবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা দীপক রায়। তিনি বেশ কিছুক্ষণ দিলীপবাবুর সঙ্গে বৈঠক করেন। দীপকবাবু যুব লীগের রাজ্য কমিটির সদস্য ও ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটির সদস্য। বিষয়টি নিয়ে জেলা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। সূত্রের খবর, তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। যদিও পরে দীপকবাবু বলেন, এমন কোনো ব্যাপারই নেই। এটা নিছকই সৌজন্য সাক্ষাৎ।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? বাজারে জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রুখতে সরকার কি যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের

গতকালের প্রশ্ন

জেলা থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি স্বচ্ছতা বজায় রাখে ?

হ্যাঁ	না
৬১%	৩৯%

দিনের কথা

আমাদের সবার জন্য মিষ্টি খবর। রসগোল্লার জন্য বাংলা জিআই তকমা পাওয়ায় আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(রসগোল্লার পেটেন্ট পাওয়ার পর টুইটারে)

আবহাওয়া

১৪ নভেম্বরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩০.৮	২১.৭
শিলিগুড়ি	২৯.৭	১৮.২
জলপাইগুড়ি	৩২.০	১৬.৪
কোচবিহার	২৮.৫	১৮.০
মালদা	২৯.০	২০.৩
রায়গঞ্জ	৩০.৫	১৮.৪
আলিপুরদুয়ার	২৮.২	১৭.৪
গ্যাংটক	১৭.৭	৯.৪

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ

দখল নিল প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

তবে যাঁদের জমি যাচ্ছে তাঁদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রশাসন যেভাবে লাঠিসোঁটা নিয়ে বাইপাস তৈরির কাজে নেমেছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী গোলাম রব্বানি বলেন, 'যে বামপন্থীরা আজ বাইপাস রোখার ষড়যন্ত্র করছে তাদের আমলেই এই প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু বছরের পর বছর তারাই প্রকল্পটিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আজ বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজে নামতেই তারা অশান্তি উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

অতিথি মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি। আমি বিশ্বাস করি, কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে তার সমাধানের পথও রয়েছে।' ইউকে–ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিলকে তিনি আগামী বছরের বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলনে হাজির থাকার আমন্ত্রণ জানান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি এবং বিবরণে তিনি যে সন্তুষ্ট সে কথা জানিয়েছেন বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি লর্ড ডেভিস। বৈঠক চলার সময়ই এক মার্কিন শিল্পপতি ড্রোন নির্মাণ ব্যবসায় বিনিয়োগে তাঁর আগ্রহের কথা জানান।

রস বাংলার

প্রথম পাতার পর

তো এই হল অবস্থা। আমার মতো রসালো জন ওদের হইহই কী করে বলুন? তাই আমি বঙ্গেরই। আদালত পেটেন্ট দিক ছাই, না দিক, আমার ওপর বঙ্গবাসীরই দাবি ন্যায্য। কারণ হাসতে আর হাসাতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। দরকারে কান্না চেপেও হাসতে পারে তারা। হ্যাঁ, একমাত্র তারাই।

ঘিসিংয়ের গ্রামে শান্তি–সভা করতে পারেন মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরেই ফের উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে উত্তরবঙ্গ সফরে তাঁর বিশেষ চমক হল সুভাষ ঘিসিংয়ের গ্রামে শান্তি–সভা। ২০ নভেম্বর কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১ নভেম্বর পিন্টেল ভিলেজে তাঁর একটি সর্বদলীয় বৈঠক করার কথা। ২২ নভেম্বর জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। এরই মাঝে একদিন ঘিসিংয়ের গ্রামে শান্তি–সভা করতে পারেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে নবান্নে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে বিনয় তামাংয়ের দূরত্ব বাড়ার পর মোর্চা নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছেন বলে রাজ্য সরকারের ধারণা। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন এবং উত্তরকন্যায় পাহাড় নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে যোগ দেয়নি সিপিএম এবং কংগ্রেস সহ পাহাড়ের একাধিক দল। বর্তমানে পাহাড়ের পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে শান্ত হলেও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। এমন অবস্থায় ফের পাহাড়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিতে চাইছেন যে, তিনি আগেও পাহাড়ের মানুষের পাশে ছিলেন, এখনও আছেন।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মুকুল রায় যোগ দেওয়ার পর তাঁকে তুরুপের তাস করে উত্তরবঙ্গে ঝাঁপাবে বিজেপি। বিজেপি সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে তৃণমূলে ভাঙন ধরানোর জন্য কী কৌশল নেওয়া যায়, তার একটি ব্লু–প্রিন্ট ইতিমধ্যেই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে জমা দিয়েছেন মুকুল। বিজেপি এবার মুকুলকে উত্তরবঙ্গ সফরে পাঠাবে। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে মুকুল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, মালদা ও জলপাইগুড়িতে রাজ্যের শাসকদলে ভাঙন ধরাতে পারবেন তিনি। এছাড়া ডুয়ার্সেও তাঁর অনুগামী আছেন বলে দাবি করেছেন মুকুল। বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করে মুকুল রায় যে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও তৃণমূল বিরোধী কী কী পদক্ষেপ করতে পারেন, তার একটি খসড়া জমা দিয়েছিলেন। তা নিয়ে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র সঙ্গে একাধিকবার আলোচনাও হয়েছে তাঁর। দলে যোগ দিয়ে দিল্লিতে এই নিয়ে অমিত শা–র সঙ্গেও তাঁর কথা হয়। মুকুলের এই কর্মসূচির কথা জানেন তৃণমূল নেত্রীও। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলার নেতাদের সঙ্গেও বৈঠকে বসতে পারেন তিনি।

কর্মসমিতির বৈঠকে বিক্ষোভ নেতাদের

প্রথম পাতার পর

এছাড়া কর্মসমিতির কয়েকজন সদস্য ওই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার দাবিতেও সরব হন। পোস্টার সাঁটা নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি এদিন নিজেদের একাধিক দাবিও তুলে ধরেন সংগঠনগুলির নেতারা। কয়েকমাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিককে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দিলেও বছরের পর বছর অন্য আধিকারিকদের কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম বা 'ক্যাস' আটকে রেখে আর্থিক সুবিধা বা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে এদিন অভিযোগ করেন আধিকারিকরা। এক আধিকারিক বলেন, 'উপাচার্য দুই রকম নীতি গ্রহণ করেছেন। কাছের লোক হিসাবে একজনকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আমাদের বছরের পর বছর ধরে বঞ্চিত করা হচ্ছে।' বিশ্ববিদ্যালয় আধিকারিক সমিতির সম্পাদক মানস এষ বলেন, 'আমরা পর পর দুটি কর্মসমিতির বৈঠকে আমাদের দাবির কথা জানিয়েছিলাম। কর্মসমিতিতে সেগুলি নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কর্মসমিতির মিনিটস্ থেকে সেগুলি পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী সমিতির সম্পাদক লালন চৌধুরি বলেন, '১০ জন কর্মরত কর্মীর মৃত্যুর পর তাঁদের পোষ্যদের মধ্যে ৭ জনকে স্থায়ী চাকরি দেওয়া হলেও প্রায় তিন বছর হয়ে গেলেও এখনও বাকি ৩ জনকে চাকরি দেওয়া হয়নি। বারবার ওই বিষয়ে আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়িত করেননি উপাচার্য। উনি রাজ্য সরকারের একের পর এক নির্দেশ অমান্য করছেন।' তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির সভাপতি গুরুচরণ দাস বলেন, 'আমাদের কর্মসমিতির বৈঠকে ঢুকতে না দিয়ে দুই ঘন্টা ধরে আটকে রাখা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের ওই আচরণের তীব্র নিন্দা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অচলবস্থা তৈরি হয়েছে।' কর্মসমিতির বৈঠক নিয়ে কোনো কথা বলতে চাননি উপাচার্য। কর্মসমিতির অন্যতম সদস্য শান্তি ছেত্রী বলেন, 'বৈঠকের ব্যাপারে কিছু বলা নিষেধ আছে।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২০১৭ –১৮ খরিফ মরশুমে কুইন্টাল প্রতি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১,৫৫০ টাকাতে ধান কিনছে রাজ্য সরকার।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য জুড়ে সমস্ত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৩২৫টি ধান্য ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক বন্ধুরা এই সব ধান্য ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করলে কুইন্টাল পিছু বাড়তি ২০ টাকা করে উৎসাহ মূল্য পাবেন। ধান্য ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে সত্বর চলে আসুন ও বাড়তি উৎসাহ মূল্য পান।

১. সমবায় সমিতি বা ধান্য ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করার সময় সব কৃষক বন্ধুদের নিবন্ধীকরণ করে একটি কার্ড দেওয়া হবে।
২. ধানের মূল্য সরাসরি কৃষক বন্ধুদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে (IFS Code যুক্ত) জমা দেওয়া হবে। এ ধরণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকলে জেলা আধিকারিক / ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক / মহকুমা বা জেলা খাদ্য নিয়ামক IFS Code যুক্ত ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে আপনাদের সাহায্য করবেন।
৩. একজন কৃষক বন্ধু সর্বাধিক ৯০ কুইন্টাল ধান ২০১৭ – ১৮ খরিফ মরশুমে বিক্রয় করতে পারবেন।
৪. ধান্য ক্রয় কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন বাদে সোমবার থেকে শনিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত খোলা থাকবে।
৫. ধান বিক্রি করার সময় অবশ্যই আনুনঃ
(ক) সচিত্র পরিচয়পত্র, (খ) IFS Code যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশ বই (গ) দু–কপি ফটো

ধান্য ক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য জানতে লগ অন করুন www.wbpds.gov.in অথবা ফোন করুন 18003455505 বা 1967 নম্বরে (শুল্ক মুক্ত)

আই সি এ-২০১৩(৩)/২০১৭

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার